পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা

ড: মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

১(ক). শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য / গুণ
শ্রীল ব্যাসদেব-এর পিতা পরাশর মুণি স্বয়ংরূপ ভগবানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিষ্ণুপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন:

"ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।।"
(বিষ্ণুপুরাণ ৬/৫/৪৭)
অর্থাৎ সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত বীর্য, সমস্ত যশ, সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত বৈরাগ্য - এই ছয়টি গুণ বা ঐশ্বর্য যাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে তিনিই পরমেশ্বর ভগবান। লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এসব গুণ আছে বলেই তাকে স্বয়ংরূপ ভগবান বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বৃন্দাবন এবং দ্বারকা লীলায়। যেমন বৃন্দাবনে বাল্যকালে তিনি বহু অসুর বধ করেছেন। কাউকে বা দমন করেছেন (কালীয় নাগ)। আবার মাত্র ৭ বছর বয়সের সময় ইন্দ্রের কোপ থেকে ব্রজবাসীদেরকে রক্ষা করার জন্য তিঁনি বাঁহাতের কনিষ্ঠ আঙুলে ১৪ মাইল পরিধি বিশিষ্ট গিরি-গোবর্ধন পর্বতকে ৭ দিন অনবরত ছাতার ন্যায় ধরে রেখেছিলেন। আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা কৌরব পক্ষের সৈন্যদের শক্তি হরণ করে নিয়েছিলেন।

অনন্ত ঐশ্বর্য শক্তিবলেই তিনি দ্বারকায় ১৬,১০৮ জন স্ত্রীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করাতে পেরেছিলেন। তাঁর যশ এবং গুণ-গরিমা এমন যে ব্রহ্মা, শিব এবং এমনকি অনন্তদেব তাঁর সহস্রমুখেও অনন্তকাল ধরে বর্ণনা করে শেষ করতে পারছেন না। তাঁর মোহিনীরূপ ধারণে দেবতা এবং অসুর পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়।

১(খ). সবাই কৃষ্ণেরই সেবক:
জড়জগতের মানুষতো দূরের কথা রক্ষ, যক্ষ, গন্ধর্ব, দেবতা এবং এমনকি শিব ও ব্রহ্মা পর্য্যন্ত দাবী করতে পারেন না যে উপরোক্ত ৬টি ঐশ্বর্য / গুণের অধিকারী। তাদের মধ্যে কারো কারোর মধ্যে এক একাধিক ঐশ্বর্য আছে মাত্র। এজন্য পরমেশ্বর ভগবানকে অসমোর্ধ বলা হয়। অর্থাৎ তাঁর সমান বা তার চেয়ে বড় কেউ নেই। স্বয়ং ভগবান যাকে যতটুকু ঐশ্বর্য / শক্তি দেন তিনি ততটুকু দেখাতে পারে মাত্র। এজন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে -

"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য।।"
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই হলেন একমাত্র পরম ঈশ্বর এবং অন্য সবাই হলেন তাঁর ভৃত্য - অর্থাৎ সেবক।
তিনি যাকে যেভাবে পরিচালিত করেন তাকে ঠিক সেভাবেই চলতে হয়।

২. বহিরঙ্গা এবং অন্তরঙ্গা শক্তির ধারক
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূলত তিনটি শক্তি রয়েছে: অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিঃরঙ্গা শক্তি এবং জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ হল চিৎজগৎ। আর বহিঃরঙ্গা শক্তির প্রকাশ হল জড়জগৎ। অন্যদিকে অনন্তকোটি বদ্ধজীব তাঁর তটস্থা শক্তির নির্দেশক। এজন্য বলা হয় কৃষ্ণ এক হয়েও প্রয়োজনে বহুরূপ ধারণ করতে পারেন। এজন্য কৃষ্ণ বলতে পেরেছেন:

"অহং সর্বস্য প্রভবো মত্ত: সর্বং প্রবর্ততে"
অর্থাৎ আমি জড় এবং চেতন সব কিছুরই উৎস। সব কিছুই আমার থেকেই উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণের এই ক্ষমতার সমর্থন আমরা ব্রহ্মার মুখ থেকেও জানতে পারি-

“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দ সর্বকারণকারণম।।”
(ব্রহ্ম সংহিতা ৫/১)
অর্থাৎ সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপে গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান। তিনিই সব কিছুর উৎস এবং সমস্ত কারণের কারণ।

৩. নবযৌবন সম্পন্ন:
শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধামে ১২৫ বছর প্রকট অবস্থায় থেকে বিভিন্ন ধরণের লীলা করেছেন এবং তার ভক্তদেরকে আস্বাদনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে:

“অনন্তমাদ্যং পুরাণপুরুষ নবযৌবনং চ”
অর্থাৎ তাঁর রূপ-অনন্ত। তিনি আদ্য এবং পুরাণ পুরুষ হয়েও সবসময় নবযৌবন সম্পন্ন সুপুরুষ।
এজন্যই দেখা যায় তিনি যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের সারথী ছিলেন তখন বয়স ১২৫ বছর হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে একজন নবীন যুবক বলে মনে হতো। এর মূল কারণ হলো কৃষ্ণের দেহ হল সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। একারণে তিনি কখনও বৃদ্ধ হন না। আবার তাঁর মৃত্যুও হয়না। তাঁর জন্ম-মৃত্যু নেই - শুধু লীলার জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময় পরপর আবির্ভূত হন।

জড়জগতে কাল বা সময় মানুষের বয়সকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ কালই তার বয়স নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজেই কালকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ফলে তাঁর ইচ্ছায় তিনি নিয়ত: যৌবনকে ধরে রাখতে পারেন। সাধারণত আদি পুরুষ হিসেবে তিনি চিৎজগতে সাধারণত বাল্য, পৌগন্ড এবং কৈশোর লীলা সম্পাদন করেন।

৪. কৃষ্ণ থেকেই তাঁর বিভিন্ন স্বাংশ ও কলার বিস্তার হয়:
শ্রীকৃষ্ণ হলেন সর্বকারণের পরম কারণ। এজন্যই তাঁর পক্ষে চিন্ময় জগতে তাঁর পক্ষে নিজেকে স্বাংশ - কলারূপে বিস্তার করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন চিন্ময় গ্রহে তিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে লীলাবিলাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের বৈভব বিলাস মূর্তি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণরূপে দ্বারকায় লীলা বিলাস করেন। উল্লেখ্য যে এই সময়ই তিনি শিশুপাল, দন্তবক্র প্রমুখ অসুরকে বধ করেছিলেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের কৃষ্ণ হচ্ছেন লীলা-পুরুষোত্তম। তিনিই আদিপুরুষ গোবিন্দ স্বয়ংরূপ। এখানে তিনি বিভিন্ন গোপসখা ও সখীদের সাথে লীলাবিলাস করেন। তাঁর থেকেই অন্য সব অংশ প্রকাশ আবির্ভূত হয়। স্বয়ংরূপ এই শ্রীকৃষ্ণ থেকেই লীলাবতার, যুগাবতার, পুরুষাবতার, গুনাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার এবং মন্বন্তর অবতার প্রকাশিত হয়। এজন্য স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সব অবতারের অবতারী বলা হয়। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে -

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং শোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।”
(ভাগবত ১/৩/২৮)
অর্থাৎ আগে উল্লেখিত সব অবতার হলেন ভগবানের অংশ বা কলা অবতার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের অনাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই জড়জগতে অবতীর্ণ হন।

৫. দেবকীনন্দন এবং যশোদানন্দন কৃষ্ণ অভিন্ন হলেও লীলা ভিন্ন:
যশোদানন্দন কৃষ্ণ হলেন সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। আর দেবকীনন্দন কৃষ্ণ হলেন তাঁর বৈভব বিলাস মূর্তি বা প্রকাশ। আসলে এই দুই মূর্তির মধ্যে স্বরূপত কোন পার্থক্য নেই তবে লীলার দিক থেকে পার্থক্য আছে।

দেবকীনন্দন কৃষ্ণ - অর্থাৎ দ্বারকাধীশ দ্বিভুজ হলেও প্রয়োজনে তিনি চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করতে পারেন। কিন্তু তিনি কখনো হাতে বাঁশি ধারণ করেন না। এছাড়াও তিনি ক্ষত্রিয়রূপে সমস্ত কার্য্যাদি সম্পাদন করেন। আর যশোদানন্দন কৃষ্ণ

দ্বিভুজ। তিনি কখনো চতুর্ভুজ হন না। তাঁর হাতে বেনু বা বাঁশি থাকে। তিনি নিজকে গোপবালক রূপে পরিচয় দেন। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ তাঁর লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে বলেছেন-

"কৃষ্ণ হন্যো যদু সম্ভুতো যঃ পূর্ণ সোহস্ত্যতঃপরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎ দৈব গচ্ছতি।।"
(লঘুভাগবতামৃত পূর্বখণ্ড ১/৫/৪৬১)
অর্থাৎ যাদুনন্দন বাসুদেব কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ থেকে পৃথক। তিনি মথুরা এবং দ্বারকায় লীলা বিলাস করেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে কখনো কোথায়ও যান না।